বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স

নিউজলেটার

সংখ্যা: ১৬, ডিসেম্বর ২০১৩

নির্বাচন ৭
উদযাপন ৮

নগর ও অঞ্চল/গ্রামীণ বিষয়ে সরকারী চাকরির সুযোগ সম্প্রসারণ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের সাথে বি.আই.পি-র মতবিনিময় সভা।

১৪ জুলাই ২০১৩

নগর পরিকল্পনাবিদদের যথাযথ পদায়ন ও তাঁদের চাকরী ক্যাডারভুক্ত করার মাধ্যমে পরিকল্পিত বাংলাদেশ বিনির্মাণের দাবী পরিকল্পনাবিদদের অনেকদিনের। এই বিষয়ে পরিকল্পনাবিদগণ অনেকেই বিভিন্ন পর্যায়ে ও বিভিন্নভাবে বি.আই.পি.-এর সাথে আলোচনা করেছেন। বি.আই.পি. সংশ্লিষ্ট বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে ধারাবাহিকভাবে এ বিষয়ে বিভিন্ন ফোরামে এবং সরকারের বিভিন্ন স্তরে পরিকল্পনাবিদদের মুখপাত্র হিসেবে সোচ্চার ভূমিকা রেখে চলেছে। সম্প্রতি পরিকল্পনাবিদদের বিভিন্ন পর্যায়ে পদায়ন ও চাকরীকে ক্যাডারভুক্ত করার প্রচেষ্টায় বি.আই.পি-র একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দল সরকারী কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যানের সাথে দেখা করে একটি সুপারিশমালা হস্তান্তর এবং খোলামেলা আলোচনার মাধ্যমে তাঁর খদ্ধ দিকনির্দেশনা জানার প্রয়াস গ্রহণ করে। বি.আই.পি-র প্রতিনিধিদলে অন্তর্ভূক্ত ছিলেন পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক ড. গোলাম রহমান, সভাপতি, বি.আই.পি., পরিকল্পনাবিদ খোন্দকার এম আনসার হোসেন, সাধারণ সম্পাদক, বি.আই.পি., পরিকল্পনাবিদ মুহাম্মদ আরিফুল ইসলাম, যুগ্ম সম্পাদক, বি.আই.পি. এবং পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক ড. এ কে এম আবুল কালাম, বোর্ড সদস্য, বি.আই.পি.।

দেশের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন পরিকল্পনা ও পরিকল্পনা পেশার

সামগ্রিক অবস্থা পর্যালোচনা করে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বি.আই.পি.) সরকারের সংশ্লিষ্ট নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে নিম্নরূপ সুপারিশসমূহ উত্থাপন করে:

১। বাংলাদেশের মত জনবহুল একটি দেশে ভূমি স্বল্পতার বাস্তবতাকে বিবেচনায় নিয়ে অবিলম্বে দেশের নগর, অঞ্চল ও গ্রামসমূহকে একটি সুষ্ঠ পরিকল্পনার আওতায় নিয়ে আসতে হবে। এজন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক কেন্দ্রসমূহে 'নগর ও অঞ্চল/গ্রামীণ পরিকল্পনা' বিষয়ে উপযুক্ত প্রশাসনিক কাঠামো তৈরী করে 'নগর পরিকল্পনা ক্যাডারের' মাধ্যমে পরিকল্পনাবিদদের নিয়োগ প্রদান এখন অপরিহার্য।

২. জাতীয় পর্যায়ে নগর ও আঞ্চলিক পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রকল্পসহ অবকাঠামো উন্নয়নে সকল প্রকল্প যথাযথভাবে পর্যালোচনা ও মূল্যায়নের জন্য বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনে General Cadre/Post' এ নগর পরিকল্পনা বিষয়ে একটি পৃথক ক্যাডার সৃষ্টি অতীব জরুরী।

৩. মূল্যবান কৃষিভূমি সুরক্ষা ও সমগ্র দেশকে একটি সমন্বিত পরিকল্পিত ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন পরিকল্পনার আওতায় নিয়ে আসার জন্য সরকারের জাতীয়, আঞ্চলিক এবং তৃণমূল পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে যথাযথ সমন্বয় অত্যাবশ্যক। সমগ্র দেশের জন্য একটি ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের স্বার্থেই সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে নগর পরিকল্পনাবিদ ক্যাডার সৃষ্টি করে পরিকল্পনাবিদদের উপযুক্ত কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের পথ উন্মুক্ত করার কোন বিকল্প নেই।

৪. দেশের আভ্যন্তরীন যোগাযোগ ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারের গুরুত্বপূর্ণ তিনটি মন্ত্রণালয়, যথা-যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, রেলপথ মন্ত্রণালয় ও নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ে উপযুক্ত ক্যাডার সৃষ্টি করে পরিকল্পনাবিদ নিয়োগের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এছাড়াও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় এবং পর্যটন মন্ত্রণালয়ে ক্যাডার সার্ভিসের মাধ্যমে নগর পরিকল্পনাবিদ নিয়োগ প্রদান করে পরিকল্পনাবিদদের জন্য উপযুক্ত সরকারী কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

৫. বিসিএস ক্যাডার সার্ভিসের আবেদন ফরম পূরণের সময় ডিগ্রী সুনির্দিষ্ট না থাকার কারণে নগর ও অঞ্চল/গ্রামীণ পরিকল্পনা বিষয়ের স্নাতক/স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী একজন গ্র্যাজুয়েটকে বিড়ম্বনার সম্মুখীন হতে হয়। ডিগ্রীর সুনির্দিষ্ট নাম BURP বা MURP উল্লেখ না থাকায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্র্যাজুয়েটগণ 'Name of Degree' অংশে Others (If None of Abouve is Applicable) উল্লেখ করে থাকেন। পরবর্তীতে ডিগ্রীর বিষয়বস্তু উল্লেখ করতে গিয়ে Physical Planning, Regional Planning, Stuctural, Town Planning GIS, Urban Planning ইত্যাদি বিষয়াবলী সংযুক্ত থাকায় তা সুনির্দিষ্টকরণে বিশেষ অসুবিধায় পড়ে কারণ Bachelor of Regional/Rural Planning বা BURP) এবং স্নাতকোত্তর (Masters of Urban and Regional/Rural Planning বা MURP) প্রোগ্রামে উল্লেখিত সবগুলি বিষয়ই অধ্যায়ন করে থাকে।

এই প্রেক্ষিতে 'Name of Degree' অংশে BURP এবং MURP সংযোজন করে সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। এছাড়াও স্নাতক ও স্নাতকোত্তর প্রোগ্রামের 'Subject of the Degree' অংশে Phyusical Planning, Regional Planning, Structural, Town Planning এবং Urban Planning ইত্যাদি বিষয়াবলী পরিবর্তন করে Urban and Regional Planning এবং Urban and Rural Planning উল্লেখ করা জরুরী। (পৃষ্ঠা ৩)

সম্পাদকীয়

প্রিয় পরিকল্পনাবিদ,

শুভেচ্ছা জানবেন।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বি.আই.পি.)-র ৪০তম প্রতিষ্ঠা বছরে পদার্পনের প্রাক্কালে আপনাদের হাতে এই নিউজলেটারটি পৌছে দিতে পারা সত্যিই আনন্দের। ১৯৭৪ সালে এই প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরুর কাল হতে সকল সদস্যদের ঐকান্তিক চেষ্টা ইচ্ছায় আজ বি.আই.পি. একটি মহীরুহে পরিণত হয়েছে। বর্তমান অবস্থায় নিয়মতন্ত্রিক ও গঠনগত গণতান্ত্রিক চর্চা এই প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যক্রমকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য অত্যন্ত জরুরী ও আবশ্যক। দশম কার্যনির্বাহী বোর্ড এই নিয়মতান্ত্রিক ও কাঠামোগত কার্যক্রমের ধারায় তার দুই বছর মেয়াদকাল অতিক্রম করল। একাদশ কার্যনির্বাহী বোর্ড, ২০১৪ হতে তাদের কার্যকাল শুরু করবে। নির্বাচিত একাদশ কার্যনির্বাহী বোর্ডের সকল সদস্যদের প্রতি আন্তরিক অভিনন্দন রইল। দশম কার্যনির্বাহী বোর্ডের ধারবাহিকতায়, আসছে নতুন বোর্ড বি.আই.পি.-র কার্যক্রমকে আরও বেগবান করবে বলে আশা ও বিশ্বাস করি।

বাংলাদেশ তার বিজয়ের ৪৩তম বছরে পদার্পন করল। দেশ হিসেবে আমাদের প্রাপ্তি যেমন অনেক আছে, তেমনি আছে অনেক না পাওয়ার হতাশা। প্রতিষ্ঠান হিসেবেও আমাদের অনেক ভাল কিছু অর্জনের সাথে সাথে আরও ভাল কিছু করতে না পারার অতৃপ্তি রয়ে গেল। বিজয়ের এই মাসে আমাদের সকল সদস্যদের অঙ্গীকার হোক সেই অতৃপ্তিকে দূর করা।

সবার জন্য আসছে ইংরেজী নতুন বছরের শুভেচ্ছা ও সর্বাঙ্গীন সফলতা কামনা করছি।

পরিকল্পনাবিদ মুহাম্মদ সালাহ্ উদ্দীন
সম্পাদক

বাংলাদেশ কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান মহোদয় গুরুত্বের সাথে বি.আই.পি.-র ন্যায়সঙ্গত প্রস্তাবনাসমূহ শোনেন এবং তা বাস্তবায়নে বি.আই.পি.-কে তিনি কিছু মূল্যবান পথনির্দেশ প্রদান করেন। সে আলোকে পরবর্তীতে বি.আই.পি.-র পক্ষ থেকে স্বাক্ষাতের অনুমতি চেয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জনপ্রসাশন মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জনপ্রশাসন বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব এইচ টি ইমাম-কে পত্র দেওয়া হয়। দেশের সার্বিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে বি.আই.পি.-র আন্তরিকতা ও প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও উক্ত মতবিনিময় বিষয়ে দৃশ্যমান অগ্রগতি অর্জন সম্ভব হয়নি তবে এ লক্ষ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

পানি ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ভারতের সেন্টার ফর সায়েন্স এন্ড এনভায়রনমেন্ট (সিএসই)-র সাথে দুদেশের বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে অভিজ্ঞতা বিনিময়ে যৌথ সেমিনার অনুষ্ঠিত।

০৪ সেপ্টেম্বর ২০১৩

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)-র সাধারন সম্পাদক ড. আব্দুল মতিন তাঁর বক্তব্যে বাংলাদেশের নদী দূষণের সামগ্রিক অবস্থা ও মানুষের সুপেয় পানির প্রাপ্তির অধিকারের বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক দিলীপ দত্ত তার উপস্থাপনায় বাংলাদেশের নদীসমূহের রাসায়নিক দূষণ সম্পর্কে আলোকপাত করেন।

বিগত ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৩ বুধবার ভারতের সেন্টার ফর সাইন্স এন্ড এনভাইরনমেন্ট (সিএসই) এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বি.আই.পি.)-র যৌথ আয়োজনে একটি দিনব্যাপী বি.আই.পি. মিলনায়তনে দুদেশের বিশেষজ্ঞ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময় সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারের উদ্বোধন ও সভাপতিত্ব করেন বি.আই.পি.-র সভাপতি পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক ড. গোলাম রহমান এবং স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন সাধারণ সম্পাদক পরিকল্পনাবিদ খোন্দকার এম আনসার হোসেন।

উদ্বোধনী সেশনে "Excreta Matters; India's River Pollution Challenges" শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সিএসই-র দলনেতা নিত্য জ্যাকব। বর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থার অবকাঠামোগত অপ্রতুলতার পাশাপাশি বর্জ্যের পরিমান বৃদ্ধি পাওয়ায় অপরিশোধিত বর্জ্য জলাভূমি ও ভূগর্ভস্থ পানির দূষণ ত্বরান্বিত করছে যা উভয় দেশের জন্য ব্যপক স্বাস্থ্যঝুঁকি হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। পর-পর তিনটি কারিগরী সেশনে সঞ্চালক ছিলেন যথাক্রমে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়র নগর ও আঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগের অধ্যাপক ড. সারওয়ার জাহান ও ওয়াটার এইড বাংরাদেশ এর প্রোগ্রাম অফিসার হাসিন জাহান, ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক এম. আর কবীর। সেশনসমূহে নদী দুষণ, বিদ্যমান জলাধার ও ভূগর্ভস্থ পানির উপর বিষয়ভিত্তিক উপস্থাপন হয়।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের পানি ও বন্যা ব্যাবস্থাপনা ইনস্টিটিউটের সহকারী অধ্যাপক ড. এম. শাহজাহান মন্ডল তার উপস্থাপনায় ঢাকার নদী সমূহের বর্তমান অবস্থা, নদী সংরক্ষণ ও উন্নয়নে সরকারের সুশাসন কাঠামোর উপর বিশেষভাবে আলোকপাত করেন।

এরপর জলধারার ও ভূগর্ভস্থ পানি ব্যাবস্থাপনার মাধ্যমে পানি সংরক্ষণের উপর বিশেষভাবে নিবদ্ধ ছিল। ভূগর্ভস্থ পানির উৎস এবং এর গুণগত মান রক্ষায় করনীয় বিষয়ে ভারতের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন সিএই-র পানি বিষয়ক ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার সুশমিতা সেনগুপ্ত। বাংলাদেশের ভূগর্ভস্থ পানির গুণগত মান ও মানুষের স্বাস্থ্য ঝুঁকি বিষয়ে প্রথম প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কাজী মতিন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সি.এস. জাহান তাঁর উপস্থাপনায় বাংলাদেশের ভূগর্ভস্থ পানির স্তর উন্নয়নের সম্ভাব্য মানচিত্র প্রস্তুতের উপর বক্তব্য রাখেন। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়র নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগের অধ্যাপক ড. ইশরাত ইসলাম হৃদ ও জলাধার সংরক্ষনের মাধ্যমে শহরের বৃষ্টি পানির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করে তাঁর প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

বাংলাদেশ ও ভারত উভয় দেশের ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট বিষায়াবলী ও সামগ্রিক ঝুঁকি সমূহ প্রায় একই রকম। উভয়দেশের ক্ষেত্রেই আইনগত সীমাবদ্ধতার কারণে এই জলাভূমিগুলো অধ্যাবধি যথাযথ পক্রিয়ায় সংরক্ষন করা যাচ্ছে না এবং উভয় দেশই তার পানি সম্পদ সংরক্ষনে ব্যার্থ হচ্ছে। প্রচলিত আইনের সংস্কার ও তাঁর সুষ্ঠু প্রয়োগের মাধ্যমেই জলাভূমি সংরক্ষন করে তার সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা যাবে বলে তিনি মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহনকারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নীতি নির্ধারক, পৌরসভায় কর্মরত প্রকৌশলী এবং নগর পরিকল্পনাবিদ, গবেষক, শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রীসহ বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহন করেন।

বার্ষিক ইফতার মাহফিল ও বি.আই.পি.-র অফিসিয়াল ওয়েবসাইটের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন

২০ জুলাই ২০১৩

বিগত ২০ জুলাই ২০১৩ তারিখে বি.আই.পি. মিলনায়তনে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্সের উদ্যোগে বার্ষিক ইফতার ও দোয়া মাহফিল এবং বি.আই.পি.-র অফিসিয়াল ওয়েবসাইটের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের আয়োজন করা হয়। বি.আই.বি.-র ওয়েবসাইটের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বি.আই.পি.-র সহ-সভাপতি-২ পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক ড. রুখসানা হাফিয। ইফতার ও দোয়া মাহফিল এবং ওয়েবসাইট উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বি.আই.পি.-র সাধারণ সম্পাদকসহ কার্যনির্বাহী পরিষদ সদস্যবৃসদ, উপদেষ্টা পরিষদ সদস্যবৃন্দ, ইনস্টিটিউটের সদস্যবৃন্দ এবং অন্যরকম সফটওয়্যার লিঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। ওয়েবসাইটের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনী ঘোষণার পর ওয়েবসাইটির বিভিন্ন দিক এবং এর কার্যকারীতা সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপস্থাপনা প্রদান করেন বি.আই.পি.-এর কার্যনির্বাহী পরিষদ সদস্য পরিকল্পনাবিদ মোঃ শাহিনুর রহমান।

Remote Sensing বিষয়ে দুই মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচী অনুষ্ঠিত।

২২ সেপ্টেম্বর ২০১৩

বি.আই.পি. পরিচালিত Professional Skill Development Program বা 'পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচী'-র আওতায় জিআইএস বিষয়ে ৩য় প্রশিক্ষণ কর্মশালা হিসেবে ২২ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ তারিখ থেকে Basic Training on Remote Sensing শীর্ষক দুই মাসব্যাপী একটি প্রশিক্ষণ র্কাক্রম বি.আই.পি. মিলনায়তনে শুরু হয়। মোট ১৬ জন প্রশিক্ষণার্থী নিয়ে রিমোট সেন্সিং এপ্লিকেশনে দেশের বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞবৃন্দ এই প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করেন। বি.আই.পি.-র সভাপতি পরিকল্পাবিদ অধ্যাপক ড. গোলাম রহমান প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

নগর যাতায়াত ব্যবস্থায় হাঁটার পরিবেশ উন্নয়নে করণীয় শীর্ষক সেমিনার

২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৩

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স এবং ডাব্লিউবিবি ট্রাষ্টের যৌথ উদ্যোগে বিগত ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে 'নগর যাতায়াত ব্যবস্থায় হাঁটার পরিবেশ উন্নয়নে করণীয়' শীর্ষক একটি সেমিনার বি.আই.পি. মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্সের সভাপতি পরিকল্পানাবিদ অধ্যাপক ড. গোলাম রহমান। সেমিনারে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দুইটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন যথাক্রমে বি.আই.পি.-র সাধারণ সম্পাদক পরিকল্পাবিদ খোন্দকার এম আনসার হোসেন এবং জনাব মারুফ রহমান। জ্বালানী নির্ভরতা হ্রাস করে মানুষের যাতায়াত খরচ কমানোর মাধ্যমে জীবনযাত্রার ব্যয় কমিয়ে আনার উপরে মূল প্রবন্ধে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়। এছাড়াও নগরের পরিবেশ দুষণ রোধকল্পে মানুষের যাতায়াত পায়ে হাঁটার বিষয়টিও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ করে বক্তারা নগরে পায়ে হাঁটার পরিবেশ উন্নয়নে সরকারের প্রতি আহবান জানান এবং এ লক্ষ্যে বিভিন্ন সুপারিশমালা তুলে ধরেন।'

সরকারি অনুদান প্রাপ্ত সংগঠনের তালিকায় প্রথমবারের মত বি.আই.পি.-র অন্তর্ভূক্তি

১৩ আগস্ট ২০১৩

অনেকদিন যাবৎ বি.আই.পি.-র সরকারি অনুদান প্রাপ্তির বিষয়টি নিয়ে চেষ্টা চলে আসছিল। তার ধারাবাহিকতায় গত ১৩ আগস্ট ২০১৩ তারিখে সাফল্য ধরা দেয়। আমরা প্রথমবারের জন্য ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের জন্য ৫ লাখ টাকা অনুদানপ্রাপ্ত হই। গত ৮ ডিসেম্বর ২০১৩ গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের বাজেট সভায় বি.আই.পি.-র সাধারণ সম্পাদক পরিকল্পনাবিদ খোন্দকার এম আনসার হোসেন এর উপস্থিতিতে বি.আই.পি.-র পরবর্তী তিন অর্থ বছরের জন্য এই অনুদানের পরিমান যথাক্রমে ৬.৫ লাখ, ৮ লাখ ও ১০ লাখ টাকায় উন্নীত করার এবং পর্যাক্রমে তা অন্যান্য পেশাজীবি সংগঠনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এটি সংগঠনের জন্য একটি বড় অর্জন। এই সাফল্য সকল পরিকল্পনাবিদের।

পরিকল্পনাবিদদের ভৌত উন্নয়নে যথোপযুক্ত মূল্যায়ন এবং পাদায়নে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব দপ্তরে তার সভাপতিত্বে মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তরসমূহের প্রধান/প্রতিনিধি গণের সাথে বি.আই.পি.-র মতবিনিময়

২৮ নভেম্বর ২০১৩

বাংলাদেশের পরিকল্পিত উন্নয়ন এবং পরিকল্পনাবিদদের পেশাগত অবস্থানকে একটি দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে বি.আই.পি. অব্যাহতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দেশের পরিকল্পনা পেশার ধারাবাহিক অগ্রযাত্রার সূচনালগ্ন থেকেই বি.আই.পি. নানাভাবে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্সের সাথে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সাবেক প্রতিমন্ত্রী এ্যাডভোকেট আব্দুল মান্নান খান এবং সচিব ড. খোন্দকার শওকত হাসেন বিগত প্রায় পাঁচ বছর যাবৎ বি.আই.পি.-র কার্যক্রমে অব্যাহতভাবে বিশেষ সহযোগিতা দিয়ে এসেছেন। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাবেক মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এবং সচিব মহোদয় বি.আই.পি.-র নানা অনুষ্ঠানে একাধিকবার অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বি.আই.পি.-র সদস্যবৃন্দকে উৎসাহ প্রদানের পাশাপাশি বি.আই.পি.-র বিভিন্ন দাবী ও অনুরোধের যৌক্তিকতা অনুধাবন করে সবসময়ই ইতিবাচক সাড়া প্রদান করে আসছেন। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স আয়োজিত বিশ্ব নগর পরিকল্পনা দিবস-২০১৩ এর অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. খোন্দকার শওকত হোসেন তার মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তরের প্রধান/প্রতিনিধিদের সাথে মন্ত্রণালয়ের মাসিক বৈঠকে বি.আই.পি.-র একটি প্রতিনিধিদলকে আমন্ত্রণ জানিয়ে পরিকল্পনাবিদদের গভীরভাবে সম্মানিত করেন। গত ২৮ নভেম্বর ২০১৩ অনুষ্ঠিত এ সভায় সভাপতি ড. গোলাম রহমান এবং সাধারণ সম্পাদক পরিকল্পনাবিদ খোন্দকার এম আনসার হোসেন বি.আই.পি.-র প্রতিনিধিত্ব করেন। তাঁরা দেশের পরিকল্পিত উন্নয়নে আগামী দিনের করণীয় বিশেষতঃ ভৌত উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত সরকারি সংস্থাসমূহে পেশাজীবি পরিকল্পনাবিদ অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি তুলে ধরেন এবং এ লক্ষে সমগ্র দেশের জন্য একটি সমন্বিত ভৌত পরিকল্পনা প্রণয়নের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারী সংস্থায় পরিকল্পনাবিদদের পদ সৃষ্টি ও সংশ্লিষ্ট পদে উপযুক্ত পেশাজীবী পদায়ণের আশু ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দেন। সভায় গণপূর্ত সচিব ড. পরিকল্পনা পেশার স্বকীয়তা ও গুরুত্ব তুলে ধরে তাদের যথোপযুক্ত ক্ষেত্রে কাজে লাগানোর বিষয়ে সংস্থাসমূহের প্রধানদের বিশেষ নির্দেশনা প্রদান করেন।

Saving Rivers and Water Bodies in and around Dhaka City শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৩

বিগত ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় অডিটরিয়ামে Association of BUET Alumni (ABUETA) এর উদ্যোগে Saving Rivers and Water Bodies in and around Dhaka city শীর্ষক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বি.আই.পি.), বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট (আইএবি), ইনস্টিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ (আইইবি), বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) ও বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্ট ল'ইয়ার্স এসোসিয়েশন (বেলা)-র যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক আব্দুল্লাহ্ আবু সাইদ। দিনব্যাপী আয়োজিত অনুষ্ঠানটি বেশ কয়েকটি সেশনে বিভক্ত ছিল। সেমিনারের উদ্বোধনী সেশনে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ABUETA-র সভাপতি অধ্যাপক জামিনুল রেজা চৌধুরী। স্বাগত বক্তব্যের পর 'RIVERS of Dhaka: Encroachment & Pollution' শীর্ষক একটি মাল্টিমিডিয়া প্রদর্শন করেন বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের সাধারণ সম্পাদক ড. মোহাম্মদ আব্দুল মতিন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছাড়াও সেমিনার আয়োজক কমিটির আহবায়ক স্থপতি কাজী এম আরিফ ধন্যবাদ বক্তব্য রাখেন।

সকাল ১০.৪৫ মিনিটে অনুষ্ঠিত সেমিনারের প্রথম টেকনিক্যাল সেশনে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউটের সভাপতি ড. আবু সাইদ এম আহমেদ। এ সেশনে মোট তিনটি প্রবন্ধ উপস্থাপতি হয়। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্সের সাধারণ সম্পাদক পরিকল্পনাবিদ খোন্দকার এম আনসার হোসেন সেমিনারে 'Filling-in Waterbodies in Metro Dhaka: A Closer Look' শীর্ষক প্রথম প্রবন্ধটি উপস্থাপন করেন। এতে বিভিন্ন সময়ে নদী, খাল, বন্যাপ্রবাহ অঞ্চল, জলাধার ইত্যাদি ভরাটের চিত্রের পর্যায়ক্রমিক উপস্থাপনের মাধ্যমে এর মাত্রা ড্যাপ (DAP) প্রণয়নের পর আরও তীব্রতর হয়েছে তা তুলে ধরা হয়। এছাড়া রাজউক-এর বিভিন্ন প্রকল্প কিভাবে নিজের প্রণীত পরিকল্পনাকে ধুলিস্যাৎ করেছে তাও দেখানো হয়। সেমিনারে 'ঢাকা'র চারপাশের নদী ওজন-আন্দোলন' শীর্ষক দ্বিতীয় প্রবন্ধটি উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)-র যুগ্ম সম্পাদক স্থপতি ইকবাল হাবিব প্রথম টেকনিক্যাল সেশনের সর্বশেষ প্রবন্ধটি উপস্থাপন করে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগের অধ্যাপক ড. ইশরাত ইসলাম। তার প্রবন্ধের বিষয়বস্তু ছিল 'Loss of Wetland of Dhaka: Possible Management Approach'। উল্লেখিত প্রবন্ধ তিনটির উপর প্রশ্নোত্তর পর্বের মধ্য দিয়ে এ সেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় টেকনিক্যাল সেশনটি শুরু হয় দুপুর ১২.৩০ মিনিটে। এই সেশনে মোট দুইটি প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়। দ্বিতীয় সেশনে "Liberate the Peripheral Rivers and Inland Waterbodies from Pollution and Encroachment: An Urgent Call for Sustainable Living in Dhaka" শীর্ষক প্রথম প্রবন্ধটি উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরকৌশল বিভাগের শিক্ষক ড. মুজিবুর রহমান। একই সেশনে "Effectiveness of the Regulatory Regime in Protecting Wetlands" শীর্ষক দ্বিতীয় প্রবন্ধটি উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতির প্রধান নির্বাহী সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। অনুষ্ঠানের সমাপনী সেশনে সার্বিক বিষয়ে একটি বিস্তারিত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এ সেশনে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স এর সভাপতি ড. গোলাম রহমান।

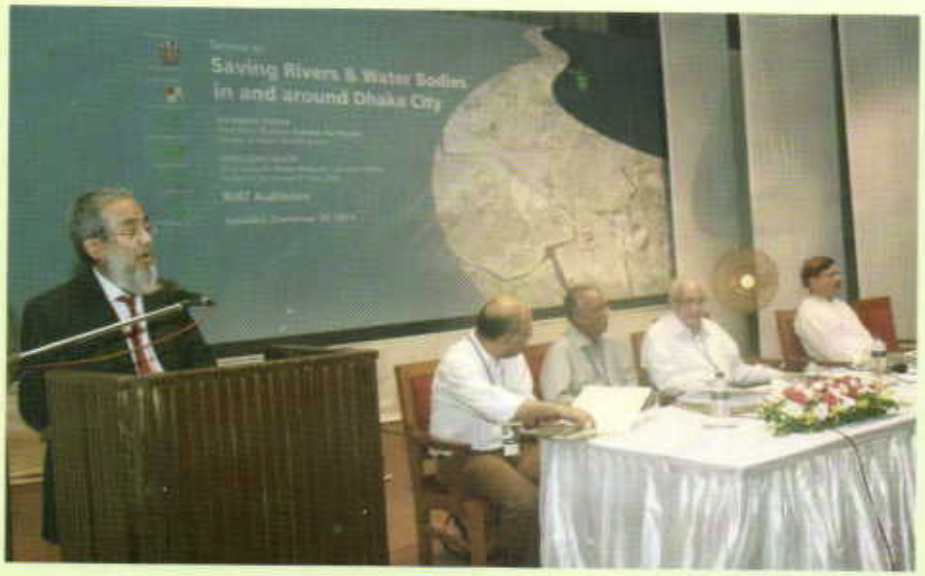

তাৎক্ষনিকভাবে অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিম্নরূপ প্রস্তাবনা পরিমার্যন সাপেক্ষে চূড়ান্ত করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয়ঃ

ক. জলাধার সংরক্ষণ কোন গোষ্ঠীর ইচ্ছা-অনিচ্ছা বা দয়া-করচণার বিষয় নয় বরং এটি গণমানুষের জীবনযাপন তথা অস্তিত্ব রক্ষায় একটি অবশ্য পালনীয় বিষয়। সুতরাং সরকারকে তার সমস্ত শক্তি ও সক্ষমতা দিয়ে 'বাস্তবে' জলাধার সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে। এলক্ষ্যে আইন পরিবর্তন, নতুন আইন প্রণয়ন, প্রয়োজনে মাঠ পর্যায়ে নতুন বিশেষায়িত কোন বাহিনী সৃষ্টিসহ যা যা প্রয়োজন বলে প্রতীয়মান হবে তাইই করতে হবে।

খ. বর্তমানে ভূমি ব্যবহারের শ্রেণি পরিবর্তনের ক্ষমতা সরকারের হাতে। এ ব্যবস্থা রহিত করতে হবে। কেননা এই ক্ষমতা পরিকল্পিত ভূমি ব্যবহার, বিশেষত সংরক্ষিত জলাধার এর শ্রেণি পরিবর্তন করে ভরাট করার ক্ষেত্রে সরকারকে সীমাহীন আইনি ক্ষমতা প্রদান করেছে- যা তারা ব্যাপকভাবে অপব্যবহার করে চলেছে।

গ. পৃথিবীর সভ্য দেশের মত আমাদের দেশেও পরিকল্পিত ভূমি ব্যবহার শ্রেণি, বিশেষত জলাধার এর ব্যবহার, পরিবর্তন প্রয়োজন মনে হলে সেক্ষেত্রে প্রস্তাবিত পরিবর্তনের প্রভাব সংশ্লিষ্টক্ষেত্রে নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞ (প্রয়োজনে বিদেশী হতে পারে) পেশজীবী সমন্বয়ে গঠিত প্যানেল দ্বারা সমীক্ষার মাধ্যমে নির্ণয় করে তা সকলকে জানাতে হবে এবং জলাধারের প্রভাব অঞ্চল বিবেচনায় স্থানীয়, আঞ্চলিক বা জাতীয় পর্যায়ে স্বচ্ছ গণশুনানীর মাধ্যমই কেবল পরিবর্তন করা যাবে। এই পন্থা ছাড়া অন্য কোনভাবে ভূমি ব্যবহার শ্রেণি পরিবর্তন বৈধ হবেনা তা আইন দ্বারা নিশ্চিত করতে হবে।

ঘ. নদী, জলাধারসহ ব্যনা প্রবাহ অঞ্চলের মধ্যদিয়ে অবাধে জলধারা প্রবাহিত হওয়া ও নৌ পরিবহন নিশ্চিতকল্পে সেতু বা কোন স্থাপনা নির্মঅণের ক্ষেত্রে যথাক্রমে বন্যাপ্রবাহ অঞ্চলসহ সম্পূর্ণ এলাকার প্রস্তচ্ছেদ উন্মুক্ত রাখা এবং আবশ্যকীয় নৌ চলাচল উচ্চতা (Navigation Clearence) নির্বিঘ্ন রাখা আইন দ্বারা নিশ্চিত করতে হবে।

ঙ. দুষনের সুদূর প্রসারী প্রভাব বিবেচনায় নিয়ে নদী ও জলাধার দুষন সৃষ্টিকারী ব্যক্তি বা স্থাপনাকে অবিলম্বে ন্যূনতম এক বছরের জন্য কার্যক্রম স্থগিত ও ক্ষেত্রমতে মালিক, আংশিদার বা পরিচালনা পর্যদের সদস্যদের একই সময়ের জন্য অজামিনসাযোগ্য সশ্রম কারদন্ড আইন দ্বারা নিশ্চিত করতে হবে।

এই সময়ের মধ্যে দুষন বন্ধের স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ সাপেক্ষে মালিক/অংশি দার/পরিচালনা পর্যদের সদস্যগণের নিকট হতে ভবিষ্যতে আর নদী-জলাধার দুষন তথা পরিবেশ দুষন করবেন না মর্মে আঙ্গীকারনামা প্রদানের প্রেক্ষিতে মেয়াদান্তে স্থাপনাটির কার্যক্রমের উপর আরোপিত স্থগিতাদেশ তুলে নেওয়ার বিধান করতে হবে এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ করে ভবিষ্যতে আবার দুষন ঘটালে প্রমাণসাপেক্ষে স্থাপনাটি স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দেয়ার আইনি বিধান নিশ্চিত করতে হবে।

চ. জলাধার হিসেবে চিহ্নিত সকল শ্রেণির ভূমি, বিশেষত নদী, নালা, খাল এবং বন্যা প্রবাহ অঞ্চল জলাধার সংরক্ষণ আইন-২০০০ বেলা বনাম মধুমতি মডেল টাউন মামলার (মামলা নম্বর উল্লেখ করুন) আলোকে তার সকল অবৈধ স্থাপনা, মাটিভরাট তথা অবৈধ পরিবর্তন (যদি থাকে) অপসারণ করে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে। বিষয়টি সরকার, স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা, বিশেষ সংস্থা বা বেসরকারী সংস্থা বা নাগরিক সকলের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। এই কর্মকান্ডের সাথে জড়িত সকল ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, কর্মচারী বা আমলা-সবাইকে আইনের আওতায় এনে শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

অনুষ্ঠানের সমাপনী সেশনে সার্বিক বিষয়ে একটি বিস্তারিত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এ সেশনে সভাপতিত্ব করেন ইনস্টিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশের সভাপতি ড. শামীম জেড বসুনিয়া। এ সেশনে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক নজরুল ইসলাম সভাপতি নগর গবেষণা কেন্দ্র, জনাব মাহমুদুর রহমান মান্না আহবায়ক নাগরিক ঐক্য, অধ্যাপক ড. আসাদুজ্জামান, প্রাক্তন পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বুয়েট এবং অধ্যাপক ড. শায়ের গফুর স্থাপত্য বিভাগ বুয়েট। ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশের সভাপতি ড. শামীম জেড বসুনিয়া অনুষ্ঠানের শেষে ধন্যবাদ প্রস্তাবের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

বি.আই.পি.-র ১১তম বোর্ড নির্বাচিত অনুষ্ঠিত

২২ নভেম্বর ২০১৩

পরিকল্পনাবিদদের বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে বিগত ২২ নভেম্বর ২০১৩ তাখিে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্সের ১১তম **নির্বাহী বোর্ড নির্বাচন বি.আই.পি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।**

নব-গঠিত এ বোর্ড আগামী ২০১৪-২০১৫ মেয়াদে ইনস্টিটিউটের দায়িত্বে থাকবে। প্রধান নির্বাচনস কমিশনার হিসেবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন পরিকল্পনাবিদ মাসুম মুজিব। নির্বাচন কমিশনার হিসেবে তাঁকে যোগ্য সহযোগিতা প্রদান করেন পরিকল্পনাবিদ মাহাবুবুর রহমান এবং পরিকল্পনাবিদ ড. ইশরাত ইসলাম। **এবারের নির্বাচনে সর্বমোট ভোটার ছিলেন ৭৩৫।**

বি.আই.পি.-র এবারের নির্বাচনের সর্ব প্রথম পরীক্ষামূলকভাবে ডাকযোগে ভোট গ্রহণ করা হয়। দেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক অস্থিরতা সত্ত্বেও এ নির্বাচনে ৪১৩ জন ভোটার ভোট প্রদান করে নতুন বোর্ড গঠনে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক ড. গোলাম রহমান (ছবি-১) নতুন কার্যনির্বাহী বোর্ডের প্রেসিডেন্ট এবং পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক ড. আকতার মাহমুদ সাধারণ সম্পাদক (ছবি-৪) নির্বাচিত হন। বি.আই.পি.-র নব-গঠিত ১১তম নির্বাহী বোর্ডের নির্বাচিত অন্যান্য সদস্যবৃন্দ পরিকল্পনাবিদ ড. জাহিদ হোসেন খান (ছবি-২) সহ সভাপতি-০১, পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক ড. আকতার হোসেন চৌধুরী (ছবি-৩) সহ সভাপতি-০২, পরিকল্পনাবিদ মুহাম্মদ আরিফুল ইসরাম (ছবি-৬) যুগ্ম সম্পাদক, পরিকল্পনাবিদ মোঃ সাইফুল্যা দস্তগীর (ছবি-৭) কোষাধ্যক্ষ, পরিকল্পনাবিদ মোঃ মঈনুল ইসলাম (ছবি-৫) বোর্ড সদস্য- প্রফেশনাল এফেয়ার্স, পরিকল্পনাবিদ মুহাম্মদ রাসেল কবীর (ছবি-৮) বোর্ড সদস্য- একাডেমিক এফেয়ার্স, পরিকল্পনাবিদ মোঃ শাহিনুর রহমান (ছবি-৯) বোর্ড সদস্য- রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশনস, পরিকল্পনাবিদ মোঃ হাসিবুল কবির (ছবি-১০) বোর্ড সদস্য-ন্যাশনাল লিয়াজোঁ এবং পরিকল্পবিদ মোহাম্মদ মাকসুদুর রহমান (ছবি-১১) বোর্ড সদস্য- মেম্বারশীপ

এছাড়াও বি.আই.পি. গঠনতন্ত্র অনুযায়ী কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা রক্ষার স্বার্থে ১১তম নির্বাহী বোর্ডে পদধিকার বলে সদস্য বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক পরিকল্পনাবিদ খোন্দকার এম আনসার হোসেন (ছবি-১২) বি.আই.পি.-র চট্টগ্রাম চ্যাপ্টারের চেয়ারম্যান পরিকল্পনাবিদ মোঃ আলী আশরাফ ও খুলনা চ্যাপ্টারের চেয়ারম্যান পরিকল্পনাবিদ প্রফেসর ড. শামিম মাহ্বুবুল হক বোর্ড মেম্বার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত থাকবেন।

বি.আই.পি.-র নব নির্বাচিত ১১তম কার্যনির্বাহী বোর্ড

১

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১১

১২

বিশ্ব নগর পরিকল্পনা দিবস ২০১৩ উদযাপন

০৮ নভেম্বর ২০১৩

পরিকল্পিত বিকেন্দ্রীকরণ: কাঙ্খিত উন্নয়ন এই বিষয়কে প্রতিপাদ্য করে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স-এর উদ্যোগে বিগত ৮ই নভেম্বর, ২০১৩ তারিখে পৃথিবীর নানা দেশের মত বাংলাদেশও বিশ্ব নগর পরিকল্পনা দিবস উদযাপিত হয়। পৃথিবীকে পরিকল্পিত ও মানুষসহ সকল প্রাণির বাসযোগ্য করে গড়ে তোলার মানসে এবং পরিকল্পিত উন্নয়নের গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য ১৯৪৯ সাল থেকে প্রতি বছর ৮ নভেম্বর বিশ্বব্যাপী 'World Town Planning Day' উদযাপিত হয়ে আসছে। বিশ্ব নগর পরিকল্পনা দিবস-২০১৩ এর এবারের অনুষ্ঠানমালায় সেমিনার, চিত্র ও পোস্টার প্রদর্শনী ইত্যাদি বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্ত ছিল। এছাড়াও দিবসটি উপলক্ষ্যে নগর পরিকল্পনা সংক্রান্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সমন্বয়ে একটি বিশেষ স্যুভেনির প্রকাশিত হয়।

দিবসটি উপলক্ষ্যে আয়োজিত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. খোন্দকার শওকত হোসেন এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)-র চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মোঃ নুরুল হুদা। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বি.আই.পি.-র সাধারণ সম্পাদক পরিকল্পনাবিদ খোন্দকার এম আনসার হোসেন। মূল প্রবন্ধে তিনি বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে সার্বিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করারজ ন্য নির্বাচিত স্থানীয় সরকারের নিকট কেন্দ্রের দায়িত্ব তথা উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তের ক্ষমতা প্রদানের মাধ্যমে প্রকৃত বিকেন্দ্রায়ন নিশ্চিত করার আবশ্যখতা সহজভাবে তুলে ধরেন। সমগ্র দেশকে একটি সমন্বিত ভৌত পরিকল্পনার আওতায় নিয়ে এসে নাগরিক ও প্রশাসনিক সুবিধাসমূহ মানুষের দোরগোড়ায় পৌছে দেওয়ার উপর তিনি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। রাজউক চেয়ারম্যান উপস্থিত শীর্ষপরিকল্পনাবিদগণ দেশে অনতিবিলম্বে কৃষি ও পরিবেশ সুরক্ষা, এবং নগর উন্নয়নের জন্য জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা প্রণয়নের গুরুত্ব তুলে ধরেন। পরিকল্পিত ও প্রকৃত বিকেন্দ্রীকরণের (Decentralization) মাধ্যমেই দেশের কাঙ্খিত উন্নয়ন সম্ভব বলে উপস্থিত সকলে একমত প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. খোন্দকার শওকত হোসেন দেশের প্রত্যেক জেলার উন্নয়নের জন্য স্বতন্ত্র উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন বি.আই.পি.-র সম্মানিত সভাপতি পরিকল্পনাবিদ ড. গোলাম রহমান। অনুষ্ঠানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নগর পরিকল্পনাবিদসহ দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের নগর ও অঞ্চল/গ্রামীণ পরিকল্পনা বিভাগে অধ্যায়ণরত ছাত্র-ছাত্রী, পেশাজীবি সংগঠনের প্রতিনিধিবর্গ এবং গণমাধ্যমকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

বিজয় দিবস ২০১৩

বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে নিহত শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর উদ্দেশ্যে গত ১৬ ডিসেম্বর, ২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্সের একটি প্রতিনিধিদল সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেনস। বি.আই.পি.-র প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব প্রদান করেন ইনস্টিটিউটের সাধারণ সম্পাদক পরিকল্পনাবিদ খোন্দকার এম আনসার হোসেন। এছাড়াও বি.আই.পি. উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য সচিব পরিকল্পনাবিদ ড. জাহিদ হোসেনসহ নবীন-প্রবীন পরিকল্পনাবিদগণ এতে যোগ দেন।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স
প্ল্যানার্স টাওয়ার (লেভেল-৭)
১৩/এ, বীর উত্তম সি আর দত্ত রোড
বাংলামটর, ঢাকা-১০০০।

ফোন: ৮৮০-২-৯৬৬৭৬৫৩, ৮৮০-২-৮৬৫৩৬৭২
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৮৬৫৩৬৭২
ইমেইল: info@bip.org.bd. ওয়েব: www.bip.org.bd

বরাবর